দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

প্রিন্সিপাল রাবেয়া খান আহমেদ

সিলেটের ব্লু বার্ড হাই স্কুলের ঈর্ষণীয় সাফল্যের নেপথ্য নেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস

পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের আনন্দই আলাদা। গৌরব অফুরান। সহসা এই আনন্দ ফুরাবার নয়। -তাই আমাদের হৃদয়ের সবটুকু জুড়ে রয়েছে আগামী দিনের প্রত্যাশা।

হৃদয় নিংড়ানো উচ্ছ্বাস নিয়ে কথাগুলো বললেন সিলেটের ব্লু বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল রাবেয়া খান আহমেদ। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েরা তাদের পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে আনন্দ শুধু একা তাঁর নয়, সবার। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের প্রতিক্রিয়ার ঢেউ লাগে সর্বমহলে। পরীক্ষার্থী নিজে ছাড়াও তার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন এবং শিক্ষক-অভিভাবকরাও বেশ খুশি হয়।

মঙ্গলবার কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ব্লু বার্ড স্কুলের অধ্যক্ষা এই প্রতিবেদকের সাথে কথা বলছিলেন।

কুমিল্লা বোর্ডে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য "রেজাল্ট" করে গৌরবের অধিকারী হয়েছে সিলেটের ব্লু বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়। অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় ব্লু বার্ড স্কুল থেকে এবার ৫ জন পরীক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগে ৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬৮ জন প্রথম বিভাগ ও ১ জন দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে। এর মধ্যে ৫০ জন পেয়েছে স্টার মার্কস। সমাজ বিজ্ঞানে ৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন স্টার মার্কসহ ৪ জন পরীক্ষার্থীই প্রথম বিভাগে কৃতকার্য হয়েছে।

প্রিন্সিপাল রাবেয়া খান আহমেদ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট করার পিছনে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী ও পরিচালনা পরিষদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের এই সাফল্য দেখে খুবই আনন্দিত। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আরও ভাল রেজাল্ট করে তাদের মা-বাবার পরিশ্রম ও স্বপ্ন সার্থক করে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে আমি এটাই কামনা করি।

রাবেয়া খান আহমেদ প্রিন্সিপাল ব্লু বার্ড স্কুল

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্লু বার্ড স্কুল '৮৪ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়। '৮৯ সালে ও '৯৫ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে পুরস্কৃত হয়। প্রিন্সিপাল রাবেয়া খান আহমেদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন।

মঙ্গলবারেই কথা হলো রিজওয়ানা নূরের সঙ্গে। সে এবার বোর্ডের মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে। বলল, মা, বাবা ও শিক্ষকের অনুপ্রেরণায় সে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছেছে। রিজওয়ানা ভবিষ্যতে একজন পদার্থ বিজ্ঞানী হতে চায়।

কথা হয়েছে মেয়েদের মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারিণী তাসমিন রুবাইয়াতের সঙ্গে। সে বলেছে, ফলাফলে সে খুশি। প্রতিদিন সে ৯/১০ ঘণ্টা পড়াশুনা করেছে। তাসমিনের ইচ্ছা ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হবে।